তেপান্তরী
Tepantori

❑ ১৮তম সংকলন ❑ শ্রাবণ ১৪১৩ ❑ 18th Issue ❑ July 2006

অনন্য কলরবে পরিপূর্ণ প্রবাসীর বড়দিন পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান

নিউইয়র্কঃ বিগত ৭ই জানুয়ারী রবিবার নিউইয়র্কের কুইন্সে অবস্থিত করপাস ক্রিস্টি গির্জার মিলনায়তনে প্রবাসীর বড়দিন পুণর্মিলণী অনুষ্ঠিত হয়। শত শত খ্রীষ্টভক্তের কোলাহলে প্রানবন্ত হয়েছিল এই মিলনমেলা। বড়দিন ও নববর্ষের আনন্দে নূতনভাবে একে অপরকে আলিঙ্গন করেছেন নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও কানেকটিকাটের খ্রীস্টভক্তগণ। মেরীল্যান্ড, টরেন্টো, বারমুডা, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথিরাও এই মিলনমেলায় শরিক হন। আবহমান বাংলার কৃতি সন্তান রথীন্দ্র নাথ রায়ের দীপ্ত কণ্ঠের ধ্বণিতে পরিপূর্ণ রূপ পায় এই মিলন মেলা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে। বড়দিনের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ থেকে আগত ফাদার যাকব গমেজ, লুথার্ন চার্চ অব আমেরিকার পক্ষ থেকে পাস্টর জেমস এস. রয় এবং ফার্ষ্ট বাংলা চার্চের পক্ষে পাস্টর ডমিনিক ঢালি। এরপর শুরু হয় ছোট মণিদের অনুষ্ঠান কচিকাচার মেলা। এতে ছোট্টমণিদের নাচ গান ছিল সত্যিই উপভোগ্য। বড়দের বিচিত্রানুষ্ঠানও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মিঃ নির্মল গমেজের পরিচালনায় ও মিঃ জন রড্রিক্স রচিত নাটক "কাঁচের (বাকী অংশ ৬ পাতায়)

প্রবাসী'র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৬

নিউইয়র্কঃ গত ২০শে মে শনিবার, ২০০৬ নিউইয়র্কের কুইন্সে অবস্থিত লুথারেন চার্চ মিলনায়তনে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা। সার্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। উলে-খ্য, সম্প্রতি যারা স্বদেশে-বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর একে একে বিগত বছরের সাধারণ সভার প্রতিবেদন, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন সমূহ আলোচনা পর্যালোচনা শেষে গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি যোসেফ ডি' কস্তা তার বিদায়ী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বর্তমান কার্যকরী পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। এই বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য (বাকী অংশ ৩ পাতায়)

নর্থ ক্যারোলিনায় বড়দিন পূনর্মিলনী '০৫

নর্থ ক্যারোলিনাঃ বিগত ১২ বৎসর যাবত নর্থক্যারোলিনায় আমরা বাঙালীরা একসঙ্গে বড়দিন পূনর্মিলণী করে আসছি। সে প্রথা অনুসারে ২০০৫, ২৫শে ডিসেম্বর আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আমাদের বড়দিন উৎসবের আয়োজন করি। বিপূল উৎসাহের সাথে মিলনায়তনটি নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়। ২২শে ডিসেম্বর থেকে (বাকী অংশ ৬ পাতায়)

নিউইয়র্কে বাংলা মিসা

নিউইয়র্কঃ এপ্রিল রোজ রবিবার ছিল পবিত্র তালপত্র রবিবার। সেদিন আবহাওয়া ছিল সকলের অনুকুলে। কারণ শীতের তীব্রতা ছিল না। আকাশ-ভরা আলো ছিল। এদিনে প্রতি গীর্জায় থাকে দীর্ঘ উপাসনা অনুষ্ঠান। দীর্ঘ বাইবেল পাঠ। এদিনে আমরা স্মরণ করি প্রভু (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে আর্চ বিশপ পোলাইনস্ কস্তার গণ-সম্বর্ধনা

নিউইয়র্কঃ গত ২রা জুলাই রবিবার নিউইয়র্ক-এর কুইন্সে করপাস ক্রিস্টি চার্চে ঢাকার আর্চ বিশপ পোলাইনস্ কস্তার সম্মানার্থে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এক শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সন্ধ্যা ৬টার (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

ক্যালিফোর্নিয়ায় পনুরুত্থান উৎসব

ক্যালিফোর্নিয়াঃ গত ১৬ই এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ায় লোমালিন্ডার লিন্ডা হলে আয়োজিত হয় খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উৎসব। মনোমুগ্ধকর আয়োজনে উপস্থিত সকল খ্রীস্টভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দের মাধ্যমে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উদযাপন করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৬টায় আরাধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় পিটার মধুর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে। প্রারম্ভিক প্রার্থনা উৎসর্গ করেন পাস্টর এন. সি. দেওরি। এরপর পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করেন ডঃ জন নিহার বিশ্বাস। তিনি বলেন খ্রীষ্টের যদি পুনরুত্তান না হতো তাহলে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকতো না। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যে (বাকী অংশ ৫ পাতায়)

খ্রীষ্টান যুব সমাজ-এর স্বাধীনতা দিবস

মেরীল্যান্ডঃ খ্রীষ্টান যুব সমাজ গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৫ সোমবার মেরীল্যান্ডের সেন্ট ক্যামিলুস চার্চে বড়দিন পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪শত দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ। পরিবেশিত হয় এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

মেরীল্যান্ডে আর্চ বিশপ পোলাইনস্ কস্তার গণসম্বর্ধণা

মেরীল্যান্ডঃ বিগত ৮ই জুলাই শনিবার, মেরীল্যান্ড, জর্জিয়া ও ওয়াশিংটন ডি.সি.তে বসবাসরত বাঙ্গালী খ্রীষ্টান কমিউনিটি ঢাকার মহামান্য আর্চ বিশপ পোলাইনস্ কস্তার সম্মানে সেন্ট ক্যামিলুস্ চার্চে এক গণ সম্বর্ধনা (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

বা. খ্রী. এসোসিয়েশনের ১০ম বর্ষপূর্তি ও মহামান্য আর্চ বিশপকে অভ্যর্থনা

মেরীল্যান্ডঃ গত ৯ই জুলাই মেরীল্যান্ডে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অতি আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয় বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের ১০ বর্ষপূর্তি উৎসব এবং একই সাথে উদযাপিত হয় ঢাকার মহামান্য আর্চবিশপ পোলাইনস কস্তার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। বিকেল ৬টায় সিলভারস্প্রিং -এর সেন্ট ক্যামিলিয়া হলে পবিত্র খ্রীষ্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আর (বাকী অংশ ৩ পাতায়)

মেরীল্যান্ডে বড়দিন পূনর্মিলনী ও নববর্ষ উদযাপন

মেরীল্যান্ডঃ বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আয়োজনে গত ১লা জানুয়ারী ২০০৬ অতি আনন্দপূর্ণ ও জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হয় বড়দিন পূণর্মিলনী ও নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান। বিশেষ এ দিনটির গুরুত্ব ও (বাকী অংশ ৪ পাতায়)

যুব সমাজের প্রতিভার অন্বেষণ

মেরীল্যান্ডঃ বিগত ১লা জুলাই, শনিবার মেরীল্যান্ডে সিলভার স্পিং-এর সেন্ট ক্যামিলুস চার্চের হলে যুব সমাজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিভার অন্বেষণ ২০০৬। অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল ৪টায় প্রার্থনার মাধ্যমে। এরপর শুরু হয় ছোট্ট মণিদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। নাচ-গান (বাকী অংশ ৩ পাতায়)

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION. INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station,
New York, NY 10159-1258 USA
Website : www.pbcausa.org Email: info@pbcausa.org
President : Mr. Joseph D'Costa 917-767-4632
General Secretary : Mr. Richard Biswas 718-441-4883
Registered non-profit 501 (C) (3) organization.

SOURCE AND SOLUTION INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box -770691 Woodside Station,
NY 10377-770691 USA

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
10-08 Balsamwood Drive,
Laurel, MD 20903 USA
Website: www.BCA-DC.org
President : Mr. Sampad Pareira 240-295-0851
General Secretary : Mr. Albert Gomez (240) 620-3357

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD20805 USA
E-mail: ustadzee@yahoo.com Website: www.bengalichristian.com
Contact : Mr. Colline Gomes 301-384-4921
Mr. Samual D'Costa (Shankar) 202-277-7233

BANGLADESH CHRISTIAN CO-OPERATIVE SOCIETY
516 Pauls Drive, Silver Spring, MD 20903
President : Mr. Jerome Pobitra Rozario 301-439-1370
General Secretary : Mr. Henry Rozario 301-345-2618
E-mail : pobitra@aol.com

CANADA :

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
31 Beacon Hill Road,
Etobicoke, ON M9V 2K8 CANADA
President : Mr. Pascal Gomes 416-745-4650
General Secretary : Mrs. Zena Gomes 416-745-5105

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO,INC.
55 Lioden Avenue, Toronto, ON M1K 311 CANADA
E-mail : bccso2000@hotmail.com
President : Dr. David Mazumdar 416-267-5221
General Secretary : Mr. Gabriel Sandip Rozario 416-269-2142

THE BANGLADESH CATHOLIC ASSOCIATION OF CANADA MONTREAL
7045 Champagneur Avenue # 8
Montreal, QC H4E 3J2 CANADA
President: Mr. Sunil Gomes 514-748-2762
General Secretary: John Anthony Gomes 514-495-2792

BERMUDA

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton BERMUDA
President: Mr. Robin Deesa 441-296-8336
General Secretary: Mr. Shajol Gomes 441-232-5931

সম্পাদকীয়

বসন্তের সজীবতা আমাদের সবার জীবনে সৃষ্টি করে নূতন প্রানোচ্ছাসের। স্বপ্নীল আকাশের বুকে প্রকৃতির এই সবুজের আবেশ। নীল-সবুজের এই লুকোচুরী খেলার মাঝে আগামী দিনের স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে। যে পথ এক সময় তুষারাবৃত ছিল সেই পথ থেকে তুষার সরিয়ে নিয়েছে প্রকৃতি।

সবুজ ঘাসের গালিচায় উপর ছড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি। জীবন আজ প্রস্তুত কাল বৈশাখীর ঝড়কে জয় করার জন্য। জীবন প্রবাহের এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার পূর্ন প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টা আমরা করেছি এই সংখ্যার তেপান্তরীতে। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সকলকে নির্মল আনন্দ দানে সক্ষম হবে।

– সম্পাদক মন্ডলী

সম্পাদক মন্ডলীঃ

সাইমন গমেজ
যোসেফ ডি' কস্তা
সুবীর এল রোজারিও

প্রকাশনায় ঃ

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

ADDRESS : PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258
PHONE : 917-767-4632, 718-805-4941, 718-441-4883
www.pbcausa.org

কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ঃ
রাশেদ আনোয়ার (৯১৭) ৬০৭-৬৮৩৩

প্রবাসী'র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৬

(প্রথম পাতার পর)

দিয়ে পূর্বে গঠিত তিন সদস্যের নির্বাচনী কমিশন তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কমিশনের সদস্য/সদস্যাগণ বলেন যথাক্রমে: মিঃ নরবার্ট ম্যান্ডেজ, মিঃ সাইমন গমেজ ও মিসেস শিলা রোজারিও। প্রতিটি পদের জন্য কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকার কারণে নির্বাচন কমিশন সকলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। মিসেস শিলা রোজারিও এই নূতন কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের শপথবাণী পাঠ করান।

নূতন কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য/সদস্যাগণ বলেন, সভাপতিঃ মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা, সহ-সভাপতি মিসেস প্রভা গণছালভেস, সাধারণ সম্পাদক মিঃ রিচার্ড বিশ্বাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম গমেজ, কোষাধ্যক্ষ মিঃ জেভিয়ার গমেজ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মিঃ ড্যানিয়েল গমেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঃ সাইরাস রোজারিও, যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মিঃ জন মালো, যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মিঃ স্যামুয়েল কুইয়া, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিঃ সঞ্চয় গমেজ, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মিসেস লুসি গমেজ।

সদস্যগণ বলেন- মিঃ রাজেন দাস ও মিঃ টমাস গমেজ।

সবশেষে এক প্রীতি নৈশভোজের মাধ্যমে উক্ত সাধারণ সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। উলে-খ্য, সাধারণ সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই বিগত পরিষদের বাস্তবায়িত নানা কর্মসূচীর বিশেষতঃ "তেপান্তরী পত্রিকার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ ও প্রত্রিকাটির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন, বনভোজনে অধিক সংখ্যক সদস্য/সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ও নিয়মিত অংশগ্রহণে অব্যাহত প্রেষণার যোগান, সংগঠনের তহবিল গঠনে অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম, উত্তর আমেরিকার যুগান্তর সৃষ্টিকারী প্রথম খ্রীষ্টান বঙ্গ সম্মেলন ২০০৫ ও ২০০৭ সালের গ্রীষ্মে তৃতীয় খ্রীষ্টান বঙ্গ সম্মেলনের পরিকল্পনা, শিক্ষা তহবিল গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মন্ডলীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান তথা অন্ধকারে জ্ঞানের দ্বীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করণে আর্থিক সহাযতা প্রদান নিঃসন্দেহে সমাজ উন্নয়নে ও উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের উন্মেষ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বা. খ্রী. এ. ১০ম বর্ষপূর্তি

(প্রথম পাতার পর)

এ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পোলাইনস কস্তা এবং ফাদার নিখিল জেমস। খ্রীষ্টযাগ শেষে জলযোগের পর প্রথমে আর্চ বিশপকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অতঃপর ১০টি মোমবাতি জ্বালিয়ে ১০ম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন "প্রত্যাশা"-নামে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করে। মহামান্য আর্চ বিশপ ফিতা কেটে এ বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকার আর্চবিশপসহ আরো তিনজন বিশেষ অতিথিকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা হলেন - হিউম্যান রাইট্স একটিভিষ্ট-এর পক্ষ থেকে শারমিন আহমেদ, সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার রিপোর্টার হারুন চৌধুরী ও ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে মাসুমা খাতুন। অতিথিগণ তাদের বক্তব্যে খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বিগত বছরগুলোর কার্যক্রমের প্রশংসা জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ সংখ্যাটির কার্যক্রমকে আরো সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোন রূপ সাহায্য ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল "জাগো আর্ট" একাডেমীর পক্ষ থেকে রোজমেরী মিতুর পরিচালনা ও এলবার্ট জে গমেজ এবং জয়া কস্তার উপস্থাপনায় একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাঁচ শতাধিক খ্রীষ্টভক্তের উপস্থিতিতে হলটি ছিল পরিপূর্ণ।

যুব সমাজের প্রতিভার অন্বেষণ

(প্রথম পাতার পর)

ও ছবি আঁকায় মেতে উঠে ক্ষুদে শিল্পীরা। সন্ধ্যায় ছোট্ট নাটিকা "আমিনা সুন্দরী" উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। অতঃপর ফাদার ল্যারী হেইস কিশোর-কিশোরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৈশভোজ-এর পরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বা. খ্রী. এ. বার্ষিক সভা

(প্রথম পাতার পর)

বড়দিন উৎসব, বাৎসরিক পিকনিক, ইষ্টার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সেবা ও সাহায্য মূলক সামাজিক কর্মকান্ড। এছাড়াও বিগত বছরের অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশের একটি চিত্র উপস্থিত সদস্যদের সামনে তুলে ধরা হয়। রিপোর্টের শেষাংশে এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করা হয়। সভার শেষ পর্যায়ে এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন মিঃ হিউবার্ট অরুন রোজারিও, মিঃ সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও এবং এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ সাইমন এ. পেরেরা। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথমবারের মত এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ও কার্যরত যুবক প্রতিনিধিরা নূতন কার্য পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। যুবক প্রতিনিধিবৃন্দ অভ্যর্থনার মাধ্যমে এই মহৎ কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে উৎসাহ ও সম্মতি পোষণ করেন।

নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন মিঃ সম্পদ পেরেরা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট - খোকন রোজারিও, জেনারেল সেক্রেটারী - এলবার্ট গমেজ, ট্রেজারার সঞ্জয় পেরেরা, অরগানাইজিং সেক্রেটারী সোমা রোজারিও, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডলি রড্রিক্স, প্রেস সেক্রেটারী কলিন্স কস্তা, স্পোর্টস সেক্রেটারী পলাশ রোজারিও, রিলিজিয়াস সেক্রেটারী প্রভাতী রোজারিও, ইয়্যুথ সেক্রেটারী আইরিন পিউরিফিকেশন। এছাড়াও ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হন - মিঃ লিও রড্রিক্স, ফ্রাঙ্কো গমেজ, এলেন গমেজ, তুহিন ডি ক্রুজ এবং পল রোজারিও।

সভার শেষে নতুন কমিটির পক্ষ থেকে নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট উপস্থিত সবাইকে প্রাক্তন কমিটির সদস্য এবং নির্বাচন কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতের দিনগুলোয় বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন পরিচালনার দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সবশেষে প্রার্থনার মাধ্যমে এসোসিয়েশনের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত হয়।

ইয়্যুথ সেমিনার ২০০৬

(প্রথম পাতার পর)

আইরিন পিউরিফিকেশনঃ বিগত ২৭শে মে শনিবার বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে এসোসিয়েশনের বার্ষিক ইয়্যুথ সেমিনার - ২০০৬ আয়োজন করে। প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন বিশপ মজেস কস্তা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের ইয়্যুথ সেক্রেটারী -আইরিন পিউরিফিকেশন। এবারের সেমিনারে এই এলাকার যুবক-যুবতীদের বিপূল উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যায়। গেষ্ট স্পীকার হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশপ মজেস কস্তা, ব্রাদার সুবল রোজারিও, ফাদার শংকর রোজারিও, ফাদার ল্যারী হেইজ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে মিসেস ছবি গমেজ।

এবারের সেমিনারের মূলসূর ছিল - "Youth for our Community Developement and Leadership." সেমিনারের আলোচনায় স্থান পায় বাংলাদেশে ইয়্যুথ মুভমেন্ট, ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং আরো বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক বিষয়। অংশগ্রহনকারী যুবক - যুবতীদের মধ্য থেকেও বের হয়ে আসে অসংখ্য প্রশ্ন এবং মন্তব্য। সেমিনারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের উপর ভিত্তি করে বিশেষ ভিডিও প্রদর্শনী এবং বিনোদনমূলক গেমস। সবশেষে প্রার্থনার মাধ্যমে ইয়্যুথ সেমিনার ২০০৬ সমাপ্ত হয়।

নর্থ ক্যারোলিনার টুকিটাকি সংবাদ

নর্থ ক্যারোলিনাঃ নর্থ ক্যারোলিনায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রেলে শহরে ডরটন এরেনাতে নভেম্বর ৪ ও ৫ - এ আয়োজিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ফেষ্টিবল। উক্ত উৎসবে সারা পৃথিবীর শিল্প, সংস্কৃতি, পোশাক, খাবার-দাবার, চালচলন নিয়ে মুখরিত ছিল ডরটন এরেনা। বাংলাদেশও অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন দেশের মানুষ ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জেনে নেয় এক দেশ, আরেক দেশকে।

গত ১৬ই এপ্রিল ছিল পাস্কাপর্ব। নর্থ ক্যারোলিন-ায় বসবাস করে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী পরিবার। স্থানীয় একটি পার্কে প্রচলিত দই, খই, চিড়া, মুড়ি লাড্ডু, বাতাসা, মিষ্টি ছাড়াও ভুড়ি ভোজনের জন্য ছিল আরো অনেক রকম মুখরোচক খাবার আর চিত্ত বিনোদনের জন্য ছিল গান-বাজনা, খেলাধুলার আয়োজন।

গত ২২শে এপ্রিল নর্থ ক্যারোলিনায় অনুষ্ঠিত হয় ১লা বৈশাখের আয়োজন। প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি থাকা স্বত্ত্বেও যথেষ্ট লোক সমাগমের মধ্য দিয়ে খাবার-দাবার, নাচ-গান, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বরণ করা হয় বাংলা নববর্ষ ১৪১৩কে।

মেরীল্যান্ডে আর্চ বিশপ

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাত আটটায় বাংলা মিশার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মিশা শেষে ছোট্ট মণিরা শ্রদ্ধেয় আর্চ বিশপকে মালায় ভূষিত করে। কিশোরীরা দেয় আরতী, মান-পত্র পাঠ শেষে তা আর্চ বিশপের হাতে অর্পণ করে স্থানীয় বয়োজৈষ্ঠ খ্রীষ্টভক্তগণ। আবেগে আপ্লুত আর্চ বিশপ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর সকলের সাথে চা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন আর্চ বিশপ। রাত দশটায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘটে।

মেরীল্যান্ডে বড়দিন পূনর্মিলনী

(প্রথম পাতার পর)

তাৎপর্যকে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল পবিত্র খ্রীষ্টযাগ। এ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ ও ফাদার লিওনার্ড শংকর। খ্রীষ্টযাগ শেষে সামান্য জলযোগের পর শুরু হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এ অনুষ্ঠানে ছোট ছোট কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত সবাই মেতে উঠে আনন্দ উল-াসে। সত্যি মেরীল্যান্ড, ডিসি ও ভার্জিনিয়াবাসীদের জন্য এ দিনটি ছিল অতি আকাঙ্খিত ও আনন্দের। প্রায় চারশত খ্রীষ্টভক্তের উপস্থিতিতে আমাদের হলটি ছিল পরিপূর্ণ। তাছাড়াও ডিসেম্বরের ২৪ ও ২৫ তারিখে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আয়োজনে ছিল নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে বিশেষ কির্তণ।

নিউইয়র্কে আর্চ বিশপ পোলাইনস্ কস্তার গণ-সম্বর্ধনা

(প্রথম পাতার পর)

আগেই নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাটের সকল খ্রীষ্টভক্তগণ অতি উৎসাহে সমবেত হন করপাস ক্রিষ্টি চার্চে সন্ধ্যা ৬টায় ৭জন বাঙ্গালী পুরোহিত পরিবেষ্টিত হয়ে আর্চ বিশপ বাংলায় খ্রীষ্টযাগ প্রদান করেন। সমবেত প্রার্থনা ও সুন্দর ধর্মীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে উপস্থিত সকলের অন্তর। মিসা শেষে আর্চ বিশপকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে ছোট্টমণিরা। প্রবাসী'র পক্ষ থেকে দেয়া হয় মানপত্র। এরপর পাশে হলে গিয়ে আর্চ বিশপ সকলের সাথে মিলিত হন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘটে।

নিউইয়র্কে বাংলা মিসা

(প্রথম পাতার পর)

যীশু খ্রীষ্টের জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশের কথা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ফাদার ষ্ট্যানলী ছুটে এসেছেন নিউইয়র্কের এ্যাঞ্জেল চার্চে আমাদের জন্য বাংলায় যজ্ঞ নিবেদন করতে। তালপত্র রবিবারের উপাসনা শেষে উক্ত চার্চ মিলনায়তনে প্রবাসী'র উদ্যোগে ফাঃ ষ্ট্যানলী গমেজের পুরোহিত্য জীবনের দশম বর্ষপূর্তি আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই একদল কিশোরী বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের সকলের হাতে ছিল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। নৃত্যের শেষে ফাদার স্ট্যানলীকে মাল্যদান করে ছোট্টমণিরা। প্রবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ মানপত্র পাঠ করা হয়। প্রবাসী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি প্রবাসী সমাজ ও প্রবাসী সংগঠনের প্রতি ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের অবদানের কথা তুলে ধরেন ও সকলের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফাঃ ষ্ট্যানলী গমেজের পিতা মিঃ রবার্ট গমেজও এক সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। ফাঃ ষ্ট্যানলী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন-এর আয়োজনে বিশেষ চা-চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মেরীল্যান্ডে পাস্কা পর্ব

নিয়তি নির্মলা রেগোঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আয়োজনে গত ১৬ই এপ্রিল যথাযথ মর্য্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় পাস্কা পার্বণ। মেরীল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং-এর সেন্ট ক্যামেলিয়া হলটি পাঁচ শতাধিক খ্রীষ্ট ভক্তের উপস্থিতিতে ছিল পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল পবিত্র খ্রীষ্টযাগ। এ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ (আদি)। তিনি তার মূল্যবান উপদেশে প্রভু যীশুর যাতনাভোগ ও পূণরুত্থানের তাৎপর্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এরপর সামান্য জলযোগের পর এ দিনটিকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আয়োজনে পরিবেশিত হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এখানকার ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীগণ। বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন ভুলে না যায় এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের স্বনামধন্য লেখক হুমায়ুন আহমেদ রচিত নাটক "মহাপুরুষ"। আর এ নাটকটি পরিচালনা করেন হিউবার্ট অরুণ রোজারিও। নাটকটির মূল বিষয় ছিল "মহাপুরুষ" অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট বাংলাদেশে এসে সাধারণ লোকদের সাথে দেখা দিলেন এবং তাদেরকে তিনি কিভাবে পিতার রাজ্যে প্রবেশ করতে হয় সেসব বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু দুস্কৃতিকারী ও সন্ত্রাসীরা তার এসব কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এবং শেষে তাকে হত্যা করেন। আর পিতার ইচ্ছা অনুসারে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকের পরপরই অনুষ্ঠিত হয় লটারী ড্র। এবারের লটারীর মূল আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ ভ্রমনের রিটার্ণ টিকেটসহ আরো একটি আকর্ষণীয় পুরস্কার। অনেকদিন থেকে ব্যাপক প্রস্তুতির মাধ্যমে এই শুভ দিনটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এরপর বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাইমন পেরেরার ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

খ্রীষ্টান যুব সমাজ-এর

(প্রথম পাতার পর)

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পরিবেশিত হয় নাটক "জুলেখা বাদশার মেয়ে"। উক্ত নাটকটি উপস্থিত সকলের মন কেড়ে নেয়। আর পরিশেষে নৈশ ভোজ ও দলীয় নৃত্যের মাধ্যমে এই চমকপ্রদ অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

খ্রীষ্টান যুব সমাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে আজকের বাংলা সংস্কৃতি আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে দেয়ার জন্য। তাই গত ২৬শে মার্চ ২০০৬ আমাদের শহীদ দিবস ও স্বাধীনতার স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে, পরে শহীদ মিনারে মাল্য-দান, এবং স্বাধীনতার উপর এক বিশেষ নাটিকা "দেশ-রাজাকার মুক্ত হোক" মঞ্চস্থ করা ও আরো অনেক দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে চা-চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বা. খ্রী. এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা

মেরীল্যান্ডঃ বিগত ৩০শে এপ্রিল ২০০৬, ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকা ভিত্তিক বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরু হয় প্রার্থনার মাধ্যমে। সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ সাইমন এ. পেরেরা। সভার শুরুতে এসোসিয়েশনের বিগত বছরের কার্যক্রম বিবরণী পড়ে শোনানো হয়। এই বিবরণীতে স্থান পায় ২০০৫ সালে এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বড়দিন উৎসব, বাৎসরিক পিকনিক, ইষ্টার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সেবা ও সাহায্য মূলক সামাজিক কর্মকান্ড। এছাড়াও বিগত বছরের অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশের একটি চিত্র উপস্থিত সদস্যদের সামনে তুলে ধরা হয়। রিপোর্টের শেষাংশে এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করা হয়। সভার শেষ পর্যায়ে এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন মিঃ হিউবার্ট অরুন রোজারিও, মিঃ সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও এবং এসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ সাইমন এ. পেরেরা। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথমবারের মত এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ও কার্যরত যুবক প্রতিনিধিরা নূতন কার্য পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। যুবক প্রতিনিধিবৃন্দ অভ্যর্থনার মাধ্যমে এই মহৎ কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে উৎসাহ ও সম্মতি পোষণ করেন।

নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন মিঃ সম্পদ পেরেরা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট - খোকন রোজারিও, জেনারেল সেক্রেটারী - এলবার্ট গমেজ, ট্রেজারার সঞ্জয় পেরেরা, অরগানাইজিং সেক্রেটারী সোমা রোজারিও, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডলি রড্রিক্স, প্রেস সেক্রেটারী কলিন্স কস্তা, স্পোর্টস সেক্রেটারী পলাশ রোজারিও, রিলিজিয়াস সেক্রেটারী প্রভাতী রোজারিও, ইয়্যুথ সেক্রেটারী আইরিন পিউরিফিকেশন। এছাড়াও ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হন - মিঃ লিও রড্রিক্স, ফ্রাঙ্কো গমেজ, এলেন গমেজ, তুহিন ডি ক্রুজ এবং পল রোজারিও।

সভার শেষে নতুন কমিটির পক্ষ থেকে নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট উপস্থিত সবাইকে প্রাক্তন কমিটির সদস্য এবং নির্বাচন কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতের দিনগুলোয় বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন পরিচালনার দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সবশেষে প্রার্থনার মাধ্যমে এসোসিয়েশনের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত হয়।

ইয়্যুথ সেমিনার ২০০৬

আইরিন পিউরিফিকেশনঃ বিগত ২৭শে মে শনিবার বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে এসোসিয়েশনের বার্ষিক ইয়্যুথ সেমিনার - ২০০৬ আয়োজন করে। প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন বিশপ মজেস কস্তা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের ইয়্যুথ সেক্রেটারী -আইরিন পিউরিফিকেশন। এবারের সেমিনারে এই এলাকার যুবক-যুবতীদের বিপুল উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যায়। গেষ্ট স্পীকার হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশপ মজেস কস্তা, ব্রাদার সুবল রোজারিও, ফাদার শংকর রোজারিও, ফাদার ল্যারী হেইজ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে মিসেস ছবি গমেজ।

এবারের সেমিনারের মূলসূর ছিল - "Youth for our Community Developement and Leadership."

সেমিনারের আলোচনায় স্থান পায় বাংলাদেশে ইয়্যুথ মুভমেন্ট, ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং আরো বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক বিষয়। অংশগ্রহনকারী যুবক - যুবতীদের মধ্য থেকেও বের হয়ে আসে অসংখ্য প্রশ্ন এবং মন্তব্য। সেমিনারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের উপর ভিত্তি করে বিশেষ ভিডিও প্রদর্শনী এবং বিনোদনমূলক গেমস। সবশেষে প্রার্থনার মাধ্যমে ইয়্যুথ সেমিনার ২০০৬ সমাপ্ত হয়।

টরেন্টোতে বড়দিন পূনর্মিলনী

টরেন্টো, কানাডাঃ বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও বাংলাদেশ ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব টরেন্টো গত ২৬শে ডিসেম্বর '০৫ বড়দিন পূণর্মিলণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রায় ৩০০ জন সদস্য/সদস্যা ও তাদের পরিবার পরিজন ও আমেরিকা থেকে আগত অতিথিদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়। একটি ব্যাঙ্কুয়েট হলে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রেসিডেন্ট পাস্কেল গমেজের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে। সভাপতি সকল সদস্যবৃন্দকে বিগত বছরটিতে সকল রকমের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তারপর ছিল বড়দিনের কেক কাটা ও শিশুদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সহ-সম্পাদিকা বিনা ডি' কস্তার উপস্থাপনা ও শিশুদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল বড়দিন পূণর্মিলনীর অন্যতম আকর্ষণ। গান, কবিতা, পিয়ানো, বাদ্য-বাজনা সকল ক্ষেত্রেই ক্ষুদে সদস্য/সদস্যাদের সফল অংশগ্রহণ মনে করিয়ে দেয় আমাদের সন্তানেরা কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল সংগঠনের বার্ষিক প্রকাশনা 'আহ্বান ২০০৬' -এর মোড়ক উন্মোচন। সহ-সভাপতি লরেন্স শেখর গমেজ মোড়ক উন্মোচনে সহযোগিতা করেন। সবশেষে রাতের আহার ও ড্যান্স পার্টির মাধ্যমে এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পনুরুত্থান উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্বাস না করে সে খ্রীষ্টান নয়। এরপর জেমস হালদার (সাবু) এর পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে 'আজ মহা পরিত্রাণ ভাই - আজ মহা পরিত্রাণ ভাই' গানটি গাওয়া হয়। ব্রাদার জন রন্জন বাড়ৈ প্রার্থনা করে আরাধনার সমাপ্তি করেন। এরপর সুশীল হালদারের নির্দেশনায় পরিবেশিথ হয় যীশুর ক্রুশ যন্ত্রণা ও পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি গীতি আলেখ্য 'এসো হে জগতারণ'। গীতি আলেখ্যে অংশ নেয় সোফিয়া মন্ডল (কেকা), জোস্না গমেজ, কণি ব্যারল, মার্থ জয়ধর, জুই বাড়ৈ, জেমস হালদার (সাবু), পিটার পান্ডে (লুলু), ফ্রান্সিস জয় ধর, স্যামুয়েল বিশ্বাস, সুশীল হালদার ও জেমস হালদার বাদল। কি-বোর্ডে সহযোগিতা করেন - রণি, আলোক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন রিচার্ড গমেজ। গীতি আলেখ্য শেষে উপস্থিত সকলে প্রীতি ভোজে অংশ নেয়। রাত সাড়ে আটটায় স্বপন দেওড়ির ব্যবস্থাপনায় ও মুনমুনের উপস্থাপনায় পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস

ক্যালিফোর্নিয়াঃ ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় সান বার্নাডিনো শহরে। প্রায় ৬০ জনের উপস্থিতিতে পিটার মধুর দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচিত হয়। এরপর ড. ফ্রান্সিস রায় কমি শামসুর রহমানের লেখা 'স্বাধীনতা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কিশোরী রাসমঞ্জুরী একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়ানক দিনগুলির কিছু স্মৃতি অনেকেই ব্যক্ত করেন। বিধান তালুকদার তার সমাপনি ধন্যবাদ বক্তব্যে তার দেখা যুদ্ধের কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য তুলে ধরেন এবং সকলকে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানান। সবশেষে বাংলাদেশী খাবারে উপস্থিত সকলকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

ফোকাস ভিডিও

জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, সকল প্রকার স্মরণীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও'র জন্য যোগাযোগ করুনঃ
মিঃ ডেরিক গনছালভেজ
ফোনঃ ২১২-৩৫৩-৮৮২১

প্রবাসীর বড়দিন

(প্রথম পাতার পর)

দেয়াল" ছিল সত্যিই উপভোগ্য। এতে অভিনয় করেন মিঃ নির্মল গমেজ ও মিসেস রেণু গমেজ। আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করেন এলেক্স পরিমল গমেজ। এরপর প্রবাসীর পক্ষে শুভেচ্ছাবাণী প্রদান করেন প্রবাসীর সভাপতি মিঃ যোসেফ ডি' কস্তা (বিকাশ)। এরপর ছিল নৈশ ভোজ। নৈশভোজের পর শুরু হয় সান্তাক্লজের গিফট বিতরণ। ছোট্টমণিদের কলকাকলীতে ভরে উঠে সম্পূর্ণ পরিবেশ। এরপর শুরু হয় বাংলাদেশ থেকে আগত স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ রায়ের একক গানের অনুষ্ঠান। শিল্পীর কণ্ঠের যাদুস্পর্শে বিমোহিত দর্শককূল ফিরে যায় পদ্মা, মেঘনা ও যমুনায়। সর্বশেষে ছিল লটারী ড্র। ইহা উপস্থাপনা করেন মিঃ ক্লেমেন্ট রোজারিও। সান্ত াক্লজের বেশে সকলকে আনন্দদান করেন মিঃ পল বিনয় গমেজ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন মিঃ রিচার্ড বিশ্বাস ও মিসেস মিনু গমেজ।

টরেন্টোতে বড়দিন পূনর্মিলনী

টরেন্টো, কানাডাঃ বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও বাংলাদেশ ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব টরেন্টো গত ২৬শে ডিসেম্বর '০৫ বড়দিন পূণর্মিলণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রায় ৩০০ জন সদস্য/সদস্যা ও তাদের পরিবার পরিজন ও আমেরিকা থেকে আগত অতিথিদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়। একটি ব্যাঙ্কুয়েট হলে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রেসিডেন্ট পাস্কেল গমেজের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে। সভাপতি সকল সদস্যবৃন্দকে বিগত বছরটিতে সকল রকমের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তারপর ছিল বড়দিনের কেক কাটা ও শিশুদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সহ-সম্পাদিকা বিনা ডি' কস্তার উপস্থাপনা ও শিশুদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল বড়দিন পূণর্মিলনীর অন্যতম আকর্ষণ। গান, কবিতা, পিয়ানো, বাদ্য-বাজনা সকল ক্ষেত্রেই ক্ষুদে সদস্য/সদস্যাদের সফল অংশগ্রহণ মনে করিয়ে দেয় আমাদের সন্তানেরা কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল সংগঠনের বার্ষিক প্রকাশনা 'আহ্বান ২০০৬' -এর মোড়ক উন্মোচন। সহ-সভাপতি লরেন্স শেখর গমেজ মোড়ক উন্মোচনে সহযোগিতা করেন। সবশেষে রাতের আহার ও ড্যান্স পার্টির মাধ্যমে এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নর্থ ক্যারোলিনায় বড়দিন পূনর্মিলনী

(প্রথম পাতার পর)

কীর্তণ দিয়ে আমরা বড়দিনের প্রথম পর্ব শুরু করি। প্রথমে কেরী থেকে শুরু করা হয়। এরপর গারনার হয়ে রেলেতে ২৬শে ডিসেম্বর আমাদের কীর্তণ সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। কীর্তনে ছোট ও বড় সবাই অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ঘরেই কীর্তনের জন্য বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কির্তনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন মিঃ অসিম গমেজ, মিঃ বিভাস গমেজ, মিঃ দিপক বিশ্বাস ও মিস তন্বী সরকার।

এরপর ২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার গারনার একটি হলে আয়োজন করা হয় বড়দিন পূণর্মিলনী উৎসবের। অত্যন্ত প্রাণময় পরিবেশে সকলে কুশল বিনিময় ও নানা গল্প গুজবে মেতে উঠেন। শিশুদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে মিলনায়তনটি।

প্রথমে লটারী দিয়ে শুর করা হয় এবং অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের লটারী চলতে থাকে। এরপরে হয় ছোট শিশুদের কালার প্রতিযোগিতা। এরপরে শুরু হয় বাঙালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল প্রানবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী ছোঁয়া। এতে ছিল বিভিন্ন রকমের আনন্দের প্রকাশ। যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সকলের মধ্যেই ছিল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এতে ছিল গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। বড়দিন উপলক্ষে এবারই প্রথম উৎসবে কয়েকটি কির্তণ সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের নৃত্য দিয়ে সবাইকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছিলেন।

সবশেষে আমাদের নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানসূচীর সমাপ্তি হয়। নৈশভোজে খাবার পরিবেশনে সাহায্য করেন মিঃ সুভাষ ঢালী, মিঃ সুরেন গমেজ, মিঃ পেট্রিক গমেজ, মিঃ মিটুল গমেজ, মিঃ এলাবার্ট গমেজ ও মিঃ মেনুয়্যাল গমেজ। অনুষ্ঠানে সাউন্ড সিসটেমে সাহায্য করেন মিঃ পরিমল গমেজ ও হল সজ্জিত করণে সাহায্য করেন মিঃ রেজিল্যান্ড গমেজ। বড়দিনের এই অনুষ্ঠানটিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেন মিসেস কণিকা ঢালী, মিসেস বেবী গমেজ, মিঃ জ্যেতি গমেজ, ও মিঃ টুটুল গমেজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিঁপূণভাবে উপস্থাপনা করেন মিঃ সানি রোজারিও ও শেলী রোজারিও।

যাদেরকে পেলাম

Aanik Bernard Benjamin Palton
DOB: 11/29/2005
Place: Cary, NC
Father: Ankur Palton
Mother: Moni Palton

Aiden Gomes
DOB 12-06-05
Toronto, Canada
Father: Uzzal Gomes
Mother: Moni Gomes

Cedric Lawrence Gregory
DOB - 1-20-06
Manchester, CT
Father: Liton Gregory
Mother: Shelley Gregory

Ethen Emilio D' Silva
DOB - 12-31-2005
Queens, New York
Father: Edward D' Silva
Mother: Dominga Gomes

Jalyn Violet Gonsalves
DOB - 1-28-06
Queens, NY
Father: Felix Gonsalves
Mother: Nina Gonsalves

Maria Monisha Gomez
DOB: June 21, 2006
Carlisle, PA
Father: Fabian Gomez
Mother: Shukla Gomez

Roshni Valentina Gomes
DOB 02-16-06
Bayonne, NJ
Fater: Rony Gomes
Mother: Mokuli Gomes

Nathaniel Srabon Sarker
DOB: 11-11-2005
Raleigh, North Carolina
Father: Patrick Sarker
Mother: Shyral Sarker

Sky Ember Centron
DOB 01-19-05
Manhattan, NY
Fater: Mathew D. Centron
Mother: Emy Diaz

"তেপান্তরী" তে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.pbcausa.org

Wedding

Bride: *Barnadate (Anu) Costa*
Groom: *Noel DSouza*
Date: *Sat, May 9, 2006*
Place: *Church of St. Therese*
Chesapeake, Virginia

FIRST COMMUNION

Emily Amanda Gomes
Father: Albert Gomes
Mother: Sandra Gomes
Jersey City, NJ

Christina D'Costa
Father: Bablu D'Costa
Mother: Dolores D'Costa
Silver Spring, MD

Veronica Gomes
Father: Samuel Gomes
Mother: Aruna Gomes
Adelphi, MD

Oliver A. Rozario
Father: Patrick Rozario
Mother: Lipi Rozario
Woodside, NY

Michelle Anestina Gomes
Father: Khokon Gomes
Mother: Rosemary Gomes
Silver Spring, MD

Francisca & Cathrine Cruze
Father: Babul Cruze
Mother Baby Cruze
Jersey City, NJ

Mercellina Gina Gomes
Father: Eugene Gomes
Mother: Teresa Gomes
North Carolina

OUT OF AFRICA

- Rev. David E. Schlaver, CSC
Holy Cross Mission Center, Notre Dame, Indiana.

December 24, 2005

Christmas Blessings from Nairobi!

Tonight there will be singing and dancing in the churches of Nairobi, if not in the refuse-laden paths and byways. Signs of Christmas Eve are few and far between, but believers know, and their hopes come alive once again, on this holy night. A child is born and parents and siblings rejoice. They bring no gold or gifts, only love-filled hearts, generous prayers, and welcoming hands. One newborn baby among so many children - so many poor brothers and sisters. But there is always a place for him in the hovels of the poor.

As we celebrate tonight and tomorrow at Holy Cross Church here in Dandora - a vast colony of poor on the eastern edge of the city of Nairobi - we acknowledge Jesus' coming and welcome him with joy! Struggling families, young widows, orphaned children brought by tired grandparents, teenagers wondering what life has in store for them - we all come to hear good news! We who have heard it over many years, on many Christmases, need to hear it again. And so many are still wondering if it will bring them courage and joy and a future with more hope.

I arrived just four nights ago in Kenya, out of the cold and ice of the Indiana. I crammed my first-class body into a coach seat and tried to sleep, from Detroit to Amsterdam and then on to Nairobi. We landed at 8:30 in the evening, in the warm dry air of this high plateau in East Africa, east of the Great Rift Valley. Kenya is twice the size of Nevada, with some similar desert-like features, minus the casinos and neon lights of Reno and Las Vegas. Nairobi is a sprawling city, on the verge of modernity, if the slums do not overwhelm it. Kenya had a good start in nationhood, gaining independence in 1963, followed by some rocky years as well. Now politics are again turbulent here, with the president under pressure for not fulfilling his promises of three years ago, and ferment among his party and supporters. Shortages of food and water and starvation in large parts of the country will bring even more ferment no doubt.

Probably 10% of the 33 million Kenyans live in Nairobi. The median age is around 18. Perhaps 80% are Christians (33% Catholics). And as in all developing world cities, one cannot help wonder where they all stay at night! During they day they all seem very visible, filling the dusty and muddy roads, walking everywhere, carrying in human loads, pushing broken vehicles and carts, and demonstrating human industry and ingenuity that seldom provides them enough daily income to eat a decent meal. But at night it seems they are taken up somewhere into the rumbling bowels of the city, to rest for another day. Slums stretch as far as the eye can see, on the eastern edge (Dandora), southern (Huruma and Kibera) and others are hidden behind the first-world facades of downtown.

Indeed, the noises, human sounds, smells, and mechanized groanings of vehicles are not much different anywhere in our urban world. These have an African flavor, of course, colored by the wide variety of skin tones and tribal features of many native groups, refugees from war-torn neighboring nations, and people who have come from afar - mostly Asia and the Middle East -- generations ago. They are very welcoming, joyous, always smiling, ever trying to meet and greet you - How-are-you-I-am-fine! They are tall and thin, limber and filled with life. How well we know of their successes at every USA marathon race! Sadly, however, the majority of the poor are thin because they are hungry, and life is ebbing away for so many who are living with HIV/AIDS.

Our Holy Cross community came to Kenya from Uganda about 25 years ago. The parish we began has grown like the slum where it is planted - Phase 1, Phase 2, up to Phase 5 or so. The original church is still used as a "mission" and desperately needs expansion. The main church can "seat or stand" about 2000. It is surrounded by spacious grounds and many buildings - Brother Andre Dispensary, St. James Primary School, a large nursery school, credit union, youth centre, meetings rooms, and convent. Future dreams call for a parish house as well as expanded school and office space. At present the parish priests and brother who directs the dispensary live a mile down the road in a small building. The original parish house, some miles away, long ago was turned into another dispensary and now a VCT (voluntary counseling testing) centre, to handle the many sick patients who come from the surrounding slums.

Brother John Bailanda, who directs the dispensary and heads the community, is a Ugandan, full of life and enthusiasm. He met me Tuesday night at the Nairobi airport and took me home. So wonderful to see him again, along with Stephen Merjavy, recent Notre Dame graduate just finishing 18 months of volunteer service with our mission in Uganda who was leaving for home that same night. Then another of those "airport-to-home" runs that I am so familiar with in my travels around the world, with the mind-boggling twists and turns from the airport, slinking in between the night truck traffic, negotiating spiked blockades and almost-insurmountable speed bumps in the road! We made it, and I was greeted at "Holy Cross-Dandora" by Fathers Andrew Massawe (Tanzanian) and Simon Mwangi (Kenyan) and our seminarian from Chile, Simon Cerda, who is doing a pastoral year at the parish. Truly an international house!

I am used to street noises all night long, so nothing surprises me! But I was warned not to touch one switch on my wall - which is the security switch and would bring the local ATS security police if tripped! I slept

soundly and long - with few interruptions, and no Notre Dame geese to quack me awake! Negotiating the mosquito net is always a challenge, but somehow I did it!

The bright Eastern sun woke me early and the heat of the day happened quickly. Simon Mwangi took me on a tour of the original clinic, parish house, church, and main compound that afternoon, giving me the history along with the hopes for Holy Cross and its ministry here among the people of Dandora. The most famous landmark of Dandora is an immense garbage dump! Through the smoke or burning refuse one can see a 60-seat soccer stadium in the distance. Many children and adults roam the mounds of garbage, picking rags and plastic, bottles, and anything salvageable. It is a hopeless task, leading so many to drug use, glue sniffing, and early death. Programs have been started to "rehabilitate" them, but it is a difficult and frustrating task. Their name is Legion!

Late Wednesday afternoon, with the bright setting sun filtering into the church, we celebrated Mass for a large crowd of daily churchgoers. I tried to follow the Mass prayers, and with a few pronunciation lessons, I suspect I could do it! Certainly the familiar Roman script is more conducive to quick learning than the Sanskrit languages of India! Spontaneous songs and harmonies livened up the liturgy and touched the heart.

At the end, I spoke briefly and accepted their welcome. I told of my joy at sharing this Christmas week with them. And told how my "boss" Father Tom Smith had insisted that I do this! Fr. Tom had built their church 10 years ago, so naturally he was greeted - from a long distance - with much loving applause. Tom and I have worked together these last five years at the Holy Cross Mission Center at Notre Dame. Over the 35 years that he has been assigned in and out of East Africa, he has worked in all three countries - Uganda, Kenya and Tanzania. Now once again he is in "exile" in the USA.

Thursday morning I celebrated the community Mass in our own chapel. Three of the local Sisters who work at the parish joined us. I did venture outside a few times, into the heat and dust of the day, chatting with the numerous children passing by. Push carts with jerry cans of water went back and forth from a distant village down the road, into the slums behind us. Buses careened down the road in front, trying to avoid the potholes and puddles and speed bumps. Sitting in the back of a bus would be extremely painful I concluded! With Father Andrew, the pastor, I toured the compound more extensively, and assisted him with Christmas confessions Thursday afternoon. The sign "confessions in English only" on my door, was obeyed for the most part, but for those who could not read, it meant little. But God DOES understand Swahili, so there was no problem.

Brother John took me to downtown Nairobi on Friday. As the city traffic intensified, it was easy to see why trips to "the city" have to be carefully planned and timed! We pulled into the cathedral parking area and while he went to the bank I explored the large, very simple concrete structure of Holy Family Basilica. Parishioners were washing everything and preparing for the celebrations. I chatted with two Indian nuns from Apostolic Carmel, who had been ministering in Kenya for many years. Numerous religious communities from around the world continue to work here, often drawing many vocations to their congregations. Then I wandered into the large Catholic Bookstore, amazed to see so many familiar titles from my Ave Maria Press days, including a number of current publications.

John and I drove on to our McCauley House of Formation in southwestern Nairobi, where about 20 Holy Cross seminarians and brothers live and study at nearby Tangaza College after completing their novitiate year in Uganda. Our simple, pleasant surroundings overlook the huge and infamous Kibera slum which sprawls across many miles of hillside. Brother Cleophas supervises this house and along with Father Willy Lukati guides these young members of the community in their studies and apostolic experiences - some of which take place in the Kibera slum. A number of religious communities have located in this area to take advantage of the proximity of Catholic higher educational institutions nearby.

Brother Cleo had gathered a group of women he works with; nine out of the 13 were present to greet me and share their stories with me. They call themselves: Kibera Women Living Positively with HIV/AIDS. And positive they are indeed! Each spoke of her struggle, some for many years since diagnosis; how they raised their children (some as single or widowed mothers) and lived for the future. It was so evident how their faith and support of one another have helped them to "Have No Fear" - as their T-shirts boldly proclaimed. Can't get much more gospel-based than that! They work together to make and sell simple beadwork handicrafts to provide a little income. They try to share their stories to help other women like themselves to gain strength to face their futures by "living positively." But the stigma of HIV/AIDS is only slowly overcome, even in the church and parish communities. The courage of these women will help a lot!

Brother Albert Rutayisire, from Rwanda, now studying in the USA, had just arrived for a return visit to McCauley House where he had spent several years in exile after the genocide in Rwanda - in which five Holy Cross Brothers were killed. He joined Brothers John and Cleo, Willy and myself, at a park nearby (actually billed as a Crocodile and Ostrich farm - I saw neither) where we had lunch under a tent, sharing our Holy Cross stories. The day passed too quickly and John had to get me back to the parish to help Father Andrew with more confessions. Then we celebrated Mass for the growing crowd in the evening sun. So many interesting and gracious people approached to greet me, request special blessings and prayers, and ask about their beloved Holy Cross fathers and brothers who had preceded me. Parents like the widow Elizabeth, so worried about her son and is use of drugs and alcohol; students like young Kennedy who successfully completed his secondary education and now longs to attend the university to study history; a stream of beautiful people whose welcome was so heartwarming.

Saturday morning Father Simon and I drove over to the main house of the Missionaries of Charity in Kenya, in Huruma, another very poor section of the city. As the piles of garbage deepened, and the chuckholes and rocks in the road increased, we finally reached their welcome gate and entered a bit of paradise. The Sisters have managed to create oases of peace and joy in the midst of the world's worst miseries! This was the 65th home of the Missionaries around the world that I have visited. I have about 700 to go however! Here they not only care for huge numbers of crippled (mentally and physically) children and adults, but also many abandoned, malnourished, and orphaned children of all ages. They employ dedicated women from the surrounding slums to assist them. The children are well cared for and much loved, in immaculate cleanliness and the odor of sanctity! It is also the location of their postulancy and novitiate for Africa, so many young aspiring Sisters have come to carry out their loving service for the poor and learn the spirit of this amazing community of Sisters. One newly professed of two weeks, with a broad smile, told of her assignment to Mexico as soon as her visa arrives! She awaits the next adventure of her young life with gratitude and joy - Have no fear!

I'll have to warn Simon however! He was much impressed and offered to celebrate Mass for the Sisters when they need him. That could turn out more often and on shorter notice than he can imagine! Those of us more experienced with the MCs know that once they have your number, you are one of them!

This afternoon as I jot down these thoughts, I am wondering what the evening celebrations will be like. Simon mentioned how different it is here from Chile, with so few signs of Christmas. There is certainly none of the fanfare that we are used to: I've seen no Santa Clauses, no Christmas decorations, heard few carols, and certainly seen no shopping rush. And no snow, no lights, no reindeer! Perhaps in downtown Nairobi it is different, but here in the slums it is more subdued, more normal, the birth of another child, another mouth to feed, another soul to love. And somehow these people - Catholics and Protestants, Hindus and Muslims, and nonbelievers too - will manage it. Have no fear!

Now I head to Holy Cross Church for the evening vigil at 6:30 pm, a sensible time! Though I am told it lasts many hours! I'll let you know before I send this off tonight.

Postscript: The celebration lasted less than three hours and the singing seldom stopped: chants and harmonies, punctuated by loud shouts of joy ("ululations"). A group of young people gave a wonderful drama of the Christmas gospel - actually covering most of salvation history up to the arrival of the wise men! Especially moving were the scenes of the "registration" of the poor in Bethlehem and the travail of Mary, supported by Joseph, about to give birth. Around the manger in front of the stable the shepherds and magi took turns holding up the baby Jesus for all to see. Of course it was a rather large and very white doll, but the message was clear! Father Simon's moving sermon brought home the good news of the night. As the singing and swaying went on, the ululations became more frequent and many in the crowd answered. I said a few words at the end, promising to be able to pray with them in Swahili on my next visit. Another language to learn!

(to be continued...)

পুরোহিত জীবনের
১০ম বর্ষপূর্তিতে
তোমাকে জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন,
জানাই আমাদের হৃদয়
নিংড়ানো ভালোবাসা।
– প্রবাসী।

বিনিয়োগের এক পদ্ধতি - সি.ডি.

যোসেফ কিশোর গমেজ, জার্সি সিটি, নিউজার্সি

একজন মানুষের জীবনে সঞ্চয় বা সেভিংস-এর ভূমিকা অপরিসীম। সঞ্চয় মানুষের শেষ জীবনের চালিকাশক্তি। সঞ্চয় মানুষকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একজন মানুষ বিভিন্ন ভাবে সঞ্চয় করে থাকে। তবে বেশীর ভাগ মানুষই চায় নিরাপদ বা ঝুঁকি বিহীন সঞ্চয় এবং তার বিনিয়োগ। সঞ্চয় যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে তেমনি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়তা করে। সঞ্চয় যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে বিনিয়োগ করা না হয় তবে তা হয় সম্পূর্ণ বিফল। যদিও বলা হয় যেখানে ঝুঁকি বেশী সেখানে মুনাফা বা প্রফিট এর পরিমান তত বেশী। তবুও অনেকেই ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নন। তাহলে কম ঝুঁকি বা ঝুঁকি বিহীন বিনিয়োগ কোনগুলো।

বিনিয়োগ নানা ভাবে করা যায়। যেমন কেউ শেয়ার বাজার বা স্টক-এ বিনিয়োগ করতে পারে। কেউবা মিউচুয়াল ফান্ডে বা বন্ড মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারে। অনেকে জমিজমা বা রিয়েল এস্টেট-এ বিনিয়োগ করে। তবে এই সমস্ত ইনভেষ্টমেন্ট বা বিনিয়োগে ঝুঁকির মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। এতে মুলধন বা প্রিন্সিপাল হারানোর সম্ভাবনা থাকে। তাহলে যারা ঝুঁকি বা রিস্ক নিতে আগ্রহী নন তাদের জন্য সহজ বিনিয়োগ কোনটি? এদেশে সহজ বা ঝুঁকি বিহীন বা অল্পঝুঁকি সম্পন্ন বিনিয়োগ হলো সার্টিফিকেট্স অব ডিপোজিট যা সংক্ষেপে সিডি বলা হয়ে থাকে। এর সাথে বাংলাদেশের ফিক্সড ডিপোজিটের তুলনা করা যেতে পারে।

যারা অল্প ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করতে চান তাদের জন্য সিডিতে বিনিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত। অনেকেই তাদের সঞ্চিত অর্থ সেভিংস একাউন্টে রেখে থাকেন। তবে সেভিংস একাউন্টে সুদের হার সিডির চেয়ে অনেকাংশে কম। এতে সঞ্চয়ে বৃদ্ধির পরিমান কম হয়। এক কথায় সিডিকে বলা যেতে পারে একটি বিশেষ ধরণের জমা যা কোন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয় এবং যার সুদের হার গতানুগতিক সেভিংস একাউন্টের চেয়ে বেশী। যখনই কোন সিডিতে বিনিয়োগ করা হয় তা একটা নির্দিষ্ট সময় এবং পূর্ব নির্ধারিত সুদের হারে রাখা হয়। সেভিংস একাউন্টে যতটা সহজভাবে মূলধন বা ক্যাপিটাল উঠানো যেতে পারে, সিডিতে ততটা সহজভাবে করা যায় না। সিডির নির্ধারিত সময় তিন মাস থেকে পাঁচ বছর হতে পারে। যদি পূর্ব নির্ধারিত সময়ের আগে সিডি ভাঙ্গানো হয় তবে তার জন্য বেশ জরিমানা দিতে হয়। যদি নিকট ভবিষ্যত-এ নগদ মূলধনের প্রয়োজন না হয় তাহলেই সিডিতে বিনিয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত। কেননা নির্ধারিত সময়ের আগে সিডি থেকে ফান্ড উঠালে অনেক সময় মূলধন-এর কিছুটা হারানোর সম্ভাবনা থাকে।

আগেই বলেছি সিডি সাধারণত ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খোলা হয়ে থাকে। তবে গত কয়েক বৎসর যাবত ব্রোকারেজ ফার্ম গুলোও এদেশে সিডির ব্যবসা করেছে। ব্রোকারেজ ফার্ম-গুলো ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সিডি কিনে বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে থাকে। অনেক সময় এদের সুদের হার কিছুটা বেশী হয়। তবে যারা এদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নন বা নিরাপদ বোধ করেন না তাদের জন্যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই বিনিয়োগ করা বেশী গ্রহণযোগ্য।

নিচে সিডির বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো।

১। সিডি একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের জন্য খোলা হয়।

২। ইহা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে যেমন, ৬ মাস, ৯ মাস, ১ বছর, ৫ বছর বা তার বেশীও হতে পারে।

৩। সুদের হার শুরুতেই নির্ধারণ হয়ে থাকে।

৪। সুদ নির্দিষ্ট সময়ে দেয়া হয়।

৫। যখন সিডির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন মূলধন ও সুদ একত্রে তোলা যেতে পারে।

৬। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে জমা টাকা তুলে নিতে চাইলে তখন জরিমানা দিয়ে মূলধন তুলতে হয়, যা সাধারণত ২/৩ মাসের সুদের সমানও হতে পারে।

৭। সিডি সাধারণত ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ১০০,০০০ ডলার পর্যন্ত বীমা করা থাকে। তবে এটা এক প্রতিষ্ঠানের জমার উপর নির্ভর করে।

সিডিতে বিনিয়োগ করার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

১। সিডির মেয়াদঃ সিডিতে বিনিয়োগ করার আগে আপনাকে নির্ধারণ করে নিতে হবে, আপনি কতদিনের জন্য সিডি খুলবেন। কারণ মেয়াদের আগে মূলধন বা জমা অর্থ তুলতে চাইলে জরিমানা দিয়ে তা তুলতে হবে। যেহেতু সিডি ৬ মাস থেকে ২০ বছর মেয়াদ পর্যন্ত খোলা যেতে পারে সেহেতু অবশ্যই আপনার কাছে যে প্রতিষ্ঠান থেকে সিডি খোলা হবে তা লিখিত ভাবে থাকতে হবে। সিডির জন্যে যে পাশবই দেয়া হয় তাতে সাধারণতঃ মেয়াদের সময়সীমা লেখা থাকে। যেহেতু নির্ধারিত মেয়াদের আগে সিডি তুলে নিতে চাইলে জরিমানা দিতে হয় সেহেতু এটা বিনিয়োগকারীদের দায়িত্ব তা লিখিত ভাবে নেয়া।

২। সিডির বীমাঃ বিনিয়োগকারীকে জেনে নিতে হবে যে প্রতিষ্ঠানে সিডি খোলা হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠান ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন-এর আওতায় আছে কিনা। এই বীমা আপনার সিডি বিনিয়োগের ১০০,০০০ ডলার পর্যন্ত নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এই ১০০,০০০ ডলার মূলধন ও সুদ একত্রে ধরা হয়ে থাকে। যদি কোনও একটি প্রতিষ্ঠানে একজন বিনিয়োগকারী তার মূলধন ও সুদের পরিমান ১০০,০০০ ডলারের বেশী অতিক্রম করে তাকে তাহলে ঐ অতিরিক্ত অর্থ বীমার আওতায় পড়বে না। যদি সিডি প্রিমিয়ামে কেনা হয়, ঐ প্রিমিয়ামের অর্থ ও বীমার আওতায় পড়বে না।

৩। সিডির সুদের হারঃ সিডি খোলার শুরুতেই সিডির সুদের হার জেনে নিতে হবে। এবং এর সঙ্গে এটাও জেনে নিতে হবে যে সেই সুদ কোন সময়ে পরিশোধ করা হবে।

এটাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে সিডির সুদের হার কি পরিবর্তনশীল বা অপরিবর্তনশীল। তখনই সুদের হার বেশী হয় যখন সিডি দীর্ঘ সময়ের জন্য খোলা হয়। সুদের হার যদি বাড়ার দিকে থাকে বা অন্য কথায় যদি সুদের বাজার চড়া হতে থাকে তাহলে অল্প সময়ের জন্য সিডি খোলাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে চড়া সুদে নূতন মেয়াদে সিডি খুললে বেশী সুদ পাওয়া যাবে।

৪। জরিমানাঃ বেশীর ভাগ ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সময়ের আগে জমা অর্থ তুলে নিতে চাইলে জরিমানা আদায় করে থাকে। সেজন্যে প্রথমেই জেনে নেয়া ভালো যে যদি কোন কারণবশতঃ সিডি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভাঙ্গাতে হয় তাহলে কি পরিমান জরিমানা কাটা হবে। শুরুতে এটাও জেনে নেয়া ভালো যে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সিডি ভাঙ্গালে কোনও প্রকারে মূলধন হারানোও সম্ভাবনা আছে কিনা।

৫। ব্যাঙ্কের অধিকারঃ আগেই বলা হয়েছে যে, যদি কোন বিনিয়োগকারী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সিডি ভাঙ্গাতে চায় তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু যদি সিডির শর্তে এমন থাকে যে ব্যাঙ্ক যে কোন সময় সিডির অর্থ বিনিয়োগকারীকে তার জমা টাকা ফেরত দিতে পারে তাহলে এতে ব্যাঙ্কের একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিকারে বাঙ্ক যদি ইচ্ছে করে তাহলে বিনিয়োগকারীকে তার জমা অর্থ ফেরত দেয়ার দিন পর্যন্ত সুদ সহকারে ফেরত দিতে পারে। বেশীর ভাগ সময় যদি সুদের হার কমতে থাকে তাহলে ব্যাঙ্ক সিডির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তা করে থাকে। কিন্তু এই অধিকারটা শুধু ব্যাঙ্কেরই থাকে, বিনিয়োগকারীর নয়।

বি.দ্র. এই লেখাটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য দেয়া হলো। বাস্তব ক্ষেত্রে সিডি-তে বিনিয়োগ করতে হলে অবশ্যই আপনার হিসাবরক্ষক বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিবেন।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন
www.pbcausa.org

২০০৬ সালের অনুষ্ঠানমালা

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনঃ

মহামান্য আর্চ বিশপ পোলাইনস কস্তার গণ সম্বর্ধনা
তারিখঃ ২রা জুলাই, রবিবার সময় বিকেল ৫টা
স্থানঃ করপাস ক্রিস্টি প্যারিস, ৩১-৩০ ৬১ স্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ফোন (718) 278-8114

বনভোজনঃ
তারিখঃ ১৬ই জুলাই, রবিবার সময় সকাল ৮ঃ০০ - বিকেল ৬ঃ০০
স্থানঃ বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক, ব্যবিলন, নিউইয়র্ক, (631) 667-5055

ক্যাম্পিংঃ
তারিখঃ আগস্ট ১১,১২,১৩
স্থানঃ Cheesequake St. Park, 300 Gordon Rd., Matawan, NJ - 07747

প্রবাসী কচিকাচার মেলা (ট্যালেন্ট শো / ছোটদের প্রতিভার অন্বেষণ)ঃ
তারিখঃ আগষ্ট ২৬, শনিবার। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

ফল কসটিউম পার্টিঃ
তারিখ, স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

বড়দিন পুণর্মিলণীঃ
তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, শনিবার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
বিকাশ - (917) 767-4632, প্রভা - (212) 353-8821, রিচার্ড - (718) 441-4886, জেভিয়ার - (201) 436-1168, পলাশ - (718) 361-1483, সাইরাস - (718) 263-3104, উজ্জল - (718) 478-5448, রানা - (917) 528-2391, সঞ্চয় - (814) 490-4058, টমাস - (917) 554-3672, স্যামি - (646) 526-4159, রাজেন - (201) 333-3605, লুসি - (201) 451-1936

খ্রীষ্টান যুব সমাজ, ম্যারিল্যান্ড

প্রতিভার অন্বেষণ - প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ
তারিখঃ জুলাই ১, শনিবার সময়ঃ সকাল ৯ঃ০০- রাত ১০ঃ০০
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, সিলভার স্প্রীং, মেরীল্যান্ড

বনভোজনঃ
তারিখঃ জুলাই ২৩, রবিবার সময়ঃ সকাল ৯ঃ০০ - বিকেল ৬ঃ০০
স্থানঃ রকি গ্যাপ মাউন্টেন ফল্‌স চার্চ ষ্টেট পার্ক, কামবার ল্যান্ড, মেরীল্যান্ড

ক্যাম্পিংঃ
তারিখঃ আগষ্ট ২৫,২৬,২৭ স্থানঃ হ্যারিংটন ম্যানর, কামবারল্যান্ড মেরীল্যান্ড

বড়দিন আনন্দমেলাঃ
তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, শনিবার স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, সিলভার স্প্রীং, মেরীল্যান্ড

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
কলিন্স (301) 384-4921, শংকর (202) 277-7233, এলভিস (240) 505-2254, হেনরী (301) 537-8320, কাকন (301) 864-8077, কানন (301) 345-2618, করবী (301) 294-0754, কিশোর (301) 651-4156, চপল (301) 431-3384, প্যাট্রিক (301) 996-9034

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, মেরীল্যান্ড

১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান ও আর্চ বিশপ পোলাইনস কস্তার গণ সম্বর্ধনাঃ
তারিখঃ জুলাই ৯, রবিবার সময়ঃ সন্ধ্যা ৬ঃ০০
স্থানঃ ক্যামিলিয়া হল, ১৬০০ সেন্ট ক্যামিলুস ড্রাইভ, সিলভার স্প্রিং, মেরীল্যান্ড।

বনভোজনঃ
তারিখঃ জুলাই ২৩, রবিবার সময়ঃ সকাল ৯ঃ০০ - বিকেল ৬ঃ০০
স্থানঃ স্যান্ডি পয়েন্ট স্টেট পার্ক, মেরীল্যান্ড।

আর্চ বিশপ গ্যাঙ্গুলী স্মরণে বাংলা মিসাঃ
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৩, রবিবার সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, সিলভার স্পিং, মেরীল্যান্ড

হ্যালুইন পার্টিঃ
তারিখঃ অক্টোবর ২৯, রবিবার সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস হল চার্চ, মেরীল্যান্ড

বড়দিন ও নববর্ষের অনুষ্ঠানঃ
তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, রবিবার সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা
স্থানঃ সেন্ট ক্যামিলুস চার্চ, সিলভার স্পিং, মেরীল্যান্ড

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সম্পদঃ (240) 295-0851, এ্যালবার্ট (240) 620-3357

PROBASHI EDUCATION FUND

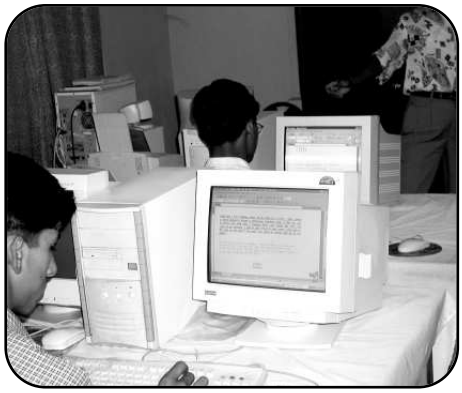

সূধী,

প্রবাসীর 'এডুকেশন ফান্ড' এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মিশনারী স্কুলের জন্য যারা আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধেয় ফাদার পিশেতোর পাঠানো উপরোক্ত ছবিগুলো থেকে এই মহৎ কাজের কিছুটা রূপ আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনাদের দান, শত সহস্র কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষার আলো পেতে সাহায্য করছে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই মহতী প্রচেষ্টা অব্যহত রেখে আমাদের সমাজকে সুশিক্ষিত, সুন্দর ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছান্তে

যোসেফ ডি' কস্তা
প্রেসিডেন্ট

সাইমন গমেজ
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর

PROBASHI EDUCATION FUND

LIST OF DONORS

CLEMENT ROZARIO (BADAL)	WILTON	CT	ROBERT GOMES ADI	JERSEY CITY	NJ
JAMES ROZARIO	VILLA PARK	IL	ROBIN C. GOMES	JERSEY CITY	NJ
MARK STEPHEN GOMES (TUTUL)	RALEIGH	NC	SIMON GOMES	JERSEY CITY	NJ
BENJAMIN F. ROZARIO	BAYONNE	NJ	SWAPAN ROZARIO	JERSEY CITY	NJ
JOSEPH ASHIM ROZARIO	BAYONNE	NJ	XAVIER GOMES (CHANDA)	JERSEY CITY	NJ
RONY F. GOMES	BAYONNE	NJ	REV. STANLEY GOMES	SOUTH ORANGE	NJ
XAVIER GOMES (ADI)	BAYONNE	NJ	SHEILA ROZARIO	ASTORIA	NY
ALBERT G. GOMES	JERSEY CITY	NJ	NORMAN GOMES (APU)	BRONX	NY
ANTHONY GOMES (UNTON)	JERSEY CITY	NJ	HILDA BISWAS	CORONA	NY
ARUP MARK MODHU	JERSEY CITY	NJ	CLARA RODRIGIUES LAWROW	JAMAICA	NY
BENJAMIN PURIFICATION (PROSANTO)	JERSEY CITY	NJ	CECILIA GOMES	MANHATTAN	NY
CALLISTUS GANGULY (APU)	JERSEY CITY	NJ	CHRISTOPHER GOMES (TILU)	MANHATTAN	NY
CALLISTUS GOMES	JERSEY CITY	NJ	BENJAMIN D'COSTA	RICHMOND HILL	NY
DAVID SARKER	JERSEY CITY	NJ	JOSEPH D'COSTA (BIKASH)	RICHMOND HILL	NY
EUGEN BILASH ROZARIO	JERSEY CITY	NJ	LEO GOMES	RICHMOND HILL	NY
GREGORY GOMES (KHOKAN)	JERSEY CITY	NJ	MABLE GOMES	RICHMOND HILL	NY
HENRY GOMES (DILIP)	JERSEY CITY	NJ	POLYCARP HABOL GOMES	RICHMOND HILL	NY
JAMES GOMES ADI	JERSEY CITY	NJ	AUGUSTINE GOMES (SUSANTO)	SUNNYSIDE	NY
JOHN MOZUMDAR	JERSEY CITY	NJ	ANTHONY D'COSTA (SUBASH)	VALLEY STREAM	NY
JOSEPH PRODIP DAS	JERSEY CITY	NJ	JOSEPH GOMES	WOODHAVEN	NY
MITILDA ROZARIO (PRONOTI)	JERSEY CITY	NJ	LOUIS P. ROZARIO (SUBIR)	WOODSIDE	NY
PETER CORRAYA (SWAPON)	JERSEY CITY	NJ	DOMINIC & MATILDA GOMES	WEST LAKE	OH
PHILOMENA GOMES	JERSEY CITY	NJ	MINOTI MONDAL	EDMOND	OK
RAYMOND D'ROZARIO (DILIP)	JERSEY CITY	NJ			

TOTAL COLLECTION US$ 4,415.00

If you would like to donate to Probashi Education Fund please fill up the following form and mail it to us.

Name: .....

Address: Street ..... Apt: ..... City .....

State ..... Zip ..... Phone: ..... Cell: .....

Email: .....

Donation Amount : $ _____ for ❑ Monthly ❑ Quarterly ❑ Annual ❑ One Time

Signature: ..... Date: .....

Please write your check or money order to: **PBCA**
and mailt to: ***PBCA, P.O. Box - 1258, New York, NY 10159-1258***

জুলাই ২০০৭ নিউইয়র্ক

৩য় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলন - ২০০৭

আয়োজনেঃ

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ইন্‌ক

3rd Bengali Christian Convention 2007

সাইমন গমেজ
কনভেনর

সেবাষ্টিন পঙ্কজ রোজারিও
কো-কনভেনর

মেবেল গমেজ
কো-কনভেনর

July 2007
New York

আসন্ন এই সম্মেলনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য আপনাদের মূল্যবান উপদেশ প্রয়োজন। অনুগ্রহপূর্বক আপনার মতামত লিখে জানান।
We earnestly request your valuable suggestions and comments to make this convention a great success. Please write to us.

PBCA, P.O. Box - 1258 , New York, NY 10159-1258 **E-mail:** sgomes06@yahoo.com

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258